আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন ওহির মাধ্যম ছাড়া, অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতিরেকে অথবা এমন দূত প্রেরণ ছাড়া যে দূত তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ব্যক্ত করে; তিনি সমুন্নত প্রজ্ঞাবান'।[১০] এ আয়াতে আল্লাহ ওহি নাযিলের তিনটি পদ্ধতির কথা বলেছেন। এর তৃতীয় পদ্ধতিতেই শুধু কুরআন নাযিল হয়েছে। অর্থাৎ 'দূত' প্রেরণের মাধ্যমে। কুরআনের অন্যত্র যে দূতকে 'জিবরীল' ও 'রুহূল আমীন' বলা হয়েছে। আর প্রথম ও দ্বিতীয় পদ্ধতিতে এই দ্বিতীয় প্রকারের ওহি নাযিল হয়েছে।[১১]

উপরের আলোচনা থেকে প্রতিভাত হয় যে, দ্বিতীয় প্রকারের ওহি হাদীস বা সুন্নাহকে অস্বীকার করার অর্থ হল, আল কুরআনের অগণিত আয়াতকে অস্বীকার করা এবং ওহির এক বিরাট অংশকে বাতিল সাব্যস্ত করা ॥ এবং হাদীস অস্বীকার করার পর কুরআন বোঝা ও মানার দাবিও অর্থহীন হয়ে পড়ে। এজন্য যুগেযুগে হাদীস অস্বীকারকারী বিভ্রান্ত আহলে কুরআন সম্প্রদায়ও তাদের দাবিতে অটল থাকতে পারে নি। তারা হাদীস অস্বীকারের নামে কুরআনের বাহক ও আল্লাহর পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা তো পশ্চাত্যে নিক্ষেপ করেছে, কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে নানান আজগুবি ও গাঁজাখোরি ব্যাখ্যা জুড়ে দিয়ে থাকে। এমন তো নয় যে, তারা ব্যাখ্যাহীনভাবে কুরআনের আয়াতটুকুই শুধু মানুষের সামনে উপস্থাপন করে। এমনকি *'কুরআনের ব্যাখ্যায় হাদীস মানার প্রয়োজন ও অনুমোদন নেই'*– তাদের এই প্রধান দাবি প্রমাণের জন্যও দুয়েকটি আয়াতের ভুল অনুবাদের সাথে নিজেদের পক্ষ থেকে শতশত বাক্যের ফালতু প্রলাপ উপস্থাপন করে থাকে।

মানুষের মুক্তি ও উন্নতির জন্য যেহেতু আল্লাহর হেদায়াত ও শরীআতের কোনো বিকল্প নেই সেহেতু কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর এই সর্বশেষ ওহি সংরক্ষিত হওয়া অতিশয় জরুরি। আমাদের দয়াময় প্রতিপালক নিজেই সে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এ মর্মে মুসলিম উম্মাহও তাদের সর্বসাধ্য ব্যয় করেছে এবং শতভাগ সফলতা অর্জন করেছে। এক্ষেত্রে মুসলিম জাতি বিশ্বের অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর তুলনায় এক অনন্য ও বেনজির দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তারা গ্রন্থরূপে কুরআনকে সঙ্কলনের পর ওহির এই দ্বিতীয় প্রকারকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে সঙ্কলন করেছে এবং চুলচেরা বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে তার শুদ্ধাশুদ্ধি

---

[১০] সূরা: [৪২] শুরা, আয়াত: ৫১।
[১১] তাফসীর ইবন কাসীর ৭/১৯৯; তাকি উসমানি, হাদীসের প্রমাণ্যতা, পৃ. ৫৩-৫৪।

সূচিপত্র

অধ্যায় : সামগ্রিক মূলনীতি সমূহ / ৩১-৫৯

১. নিয়্যাত / ৩১
২. ঈমান, ইসলাম ও ইখলাস / ৩১
৩. কুরআন ও সুন্নাহ দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা / ৩৩
৪. খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাত / ৩৪
৫. ইজমা' বা ঐকমত্য / ৩৫
৬. সাহাবি ও সালফে সালিহীনের অনুসরণ / ৩৫
৭. ইজতিহাদ ও কিয়াসের প্রামাণ্যতা / ৩৭
৮. ইসলামের মূল উৎসসমূহের ক্রম ও পরম্পরা / ৩৯
৯. কুরআন শিক্ষাকারীর মর্যাদা ও মাহাত্ম্য / ৪১
১০. মনগড়া তাফসীরের অবৈধতা / ৪২
১১. হাদীস প্রচারের গুরুত্ব ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে মিথ্যা বলার অবৈধতা / ৪২
১২. ইলম অর্জনের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য / ৪৩
১৩. ইখলাস ও কর্মের উৎসাহ / ৪৩
১৪. যে ব্যক্তির অপরাধ লেখা হয় না / ৪৩
১৫. ভুল এবং বিস্মৃতি / ৪৪
১৬. বিদ'আত বিষয়ক আলোচনা / ৪৫
১৭. অন্যায়ের পরিবর্তন / ৪৭
১৮. ফিতনা থেকে পলায়ন / ৪৭
১৯. সৃষ্টির শুরু/ ৪৮
২০. জাহান্নামের কথা / ৪৮
২১. জান্নাতের কথা / ৪৯
২২. শাফা'আত / ৪৯
২৩. সত্যস্বপ্ন / ৪৯
২৪. মহানবী (ﷺ) এর মর্যাদা / ৪৯
২৫. নবী (ﷺ) এর আদর্শ/ ৫১
২৬. রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে ভালোবাসার আবশ্যকতা / ৫২
২৭. সাহাবিগণের মর্যাদা / ৫৩
২৮. রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর আত্মীয়-পরিজনগণের মর্যাদা / ৫৪
২৯. আল্লাহর বন্ধুগণের (ওলিগণের) মর্যাদা / ৫৬
৩০. আলিমগণের (জ্ঞানীগণের) মর্যাদা / ৫৬

৩১. ফকীহগণের (Jurists : শাস্ত্রবিদ) মর্যাদা / ৫৭
৩২. সাহাবিগণের পরবর্তী যুগের মুসলিমগণের মর্যাদা / ৫৮
৩৩. ইসলাম গ্রহণকারীর মর্যাদা / ৫৮
৩৪. বয়স্কদের মর্যাদা / ৫৮
৩৫. দয়াশীলগণকে দয়াময় দয়া করেন / ৫৯

অধ্যায় : পবিত্রতা / ৬০-৬০

১. পবিত্রতার মর্যাদা / ৬০
২. পবিত্রতা ছাড়া সালাত নেই / ৬০

ওযু বিষয়ক পরিচ্ছেদ / ৬১-৭৫

৩. ওযু পালনে উৎসাহ প্রদান / ৬১
৪. অপূর্ণ ওযুর ভয়াবহতা / ৬১
৫. ওযুতে 'বিসমিল্লাহ' বলা / ৬১
৬. প্রত্যেক ওযু ও সালাতের সময় মিসওয়াক করা / ৬২
৭. ওযুর পূর্ণ বিবরণ / ৬৩
৮. ওযুতে একবার, দুইবার বা তিনবার করে ধোয়া / ৬৪
৯. পৃথকভাবে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া / ৬৫
১০. ওযুর সময় দাড়ি খিলাল করা / ৬৬
১১. পরিপূর্ণ ওযু করা, আঙুল খিলাল করা ও নাকে পানি দেওয়ায় অধিক সচেষ্ট হওয়া / ৬৬
১২. মাথার সম্মুখভাগ ও পাগড়ির উপর মাসাহ করা / ৬৭
১৩. মাথা মাসাহ করার জন্য নতুন পানি নেওয়া / ৬৭
১৪. একবার মাথা মাসাহ করা / ৬৮
১৫. মাথা মাসাহ করার পদ্ধতি / ৬৮
১৬. কান মাসাহ করার বিবরণ / ৬৯
১৭. ঘাড় মাসাহ করা / ৬৯
১৮. ওযু ও গোসলের জন্য কী পরিমাণ পানি যথেষ্ট / ৭০
১৯. ডান দিক থেকে শুরু করা, ধারাবাহিকতা ও পরম্পরা রক্ষা করা মুসতাহাব / ৭১
২০. ডান দিক থেকে শুরু করা, ধারাবাহিকতা ও পরম্পরা রক্ষা করা ওয়াজিব নয় / ৭১
২১. ওযুর পরে যা বলতে হবে / ৭৪

ওযু বিনষ্টকারী বিষয়সমূহের বিবরণ / ৭৬-৮৫

২২. অপবিত্র হলে ওযু না করা পর্যন্ত সালাত হবে না / ৭৬
২৩. মল-মুত্র ত্যাগ ও ঘুম ওযু বিনষ্ট করে / ৭৬

১৯১. আযানের পরে মসজিদ থেকে বের হওয়া / ৩৬৮
১৯২. মসজিদের প্রবেশের সময় ও মসজিদ থেকে বের হওয়া সময় পাঠের দুআ / ৩৬৯
১৯৩. তাহিয়্যাতুল মাসজিদ / ৩৭০

বিত্‌র বিষয়ক পরিচ্ছেদ / ৩৭১-৩৮৪

১৯৪. বিত্‌র আবশ্যকীয় দায়িত্ব / ৩৭১
১৯৫. তিন রাক'আত বিতর, তিন রাক'আত শেষ করার আগে সালাম দিবে না / ৩৭৩
১৯৬. এক রাক'আত বিত্‌র / ৩৭৫
১৯৭. তিন রাক'আত বিত্‌র-এর নিষেধাজ্ঞা ও তার ব্যাখ্যা / ৩৭৭
১৯৮. বিত্‌রের কুনুত, সারা বৎসর চলবে, রুকুর পূর্বে, তাকবীর বলে এবং হাত তুলে / ১৭৮
১৯৯. কুনুতের দুআ / ৩৮০
২০০. সালাতুল ফজরের কুনুত / ৩৮২
২০১. একাধিকবার বিত্‌র আদায় / ৩৮৩
২০২. বিত্‌র-এর পরের দুই রাক'আত / ৩৮৪

সুন্নত ও নফল সালাত বিষয়ক পরিচ্ছেদ / ৩৮৫-৪০৯

২০৩. পাঁচ ওয়াক্ত ও জুমুআ সংশ্লিষ্ট নিয়মিত সুন্নাত সালাত সমূহ / ৩৮৫
২০৪. সালাতের ইকামত হলে ফরয সালাত ছাড়া অন্য সালাত থাকবে না / ৩৮৯
২০৫. ফজরের সুন্নাত ফজরের ইকামতের সময় আদায় / ৩৮৯
২০৬. সালাতুদ দোহা বা চাশতের সুন্নাত / ৩৯২
২০৭. ওযুর সুন্নাত বা তাহিয়্যাতুল ওযু / ৩৯৩
২০৮. সালাতুল হাজাত বা প্রয়োজনের সালাত / ৩৯৪
২০৯. সালাতুল ইসতিখারাহ বা সঠিক সিদ্ধান্ত ও কর্মের তাওফীক প্রার্থনার সালাত /৩৯৬
২১০. সালাতুত তাসবীহ /৩৯৮
২১১. রাতের সালাত বা তাহাজ্জুদ / ৪০১
২১২. রমাযান মাসের রাতের সালাত বা তারাবীহ / ৪০৪
২১৩. বিশ রাক'আত তারাবীহ / ৪০৬
২১৪. দুই ঈদের রাত ইবাদতে কাটানো / ৪০৮
২১৫. নফল ইবাদতের মর্যাদা ও ফযীলত / ৪০৯

কাযা সালাত বিষয়ক পরিচ্ছেদ / ৪১০-৪১০

২১৬. সালাত ভুলে গেলে কীভাবে আদায় করবে / ৪১০

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْجَامِعِ

সামগ্রিক মূলনীতিসমূহ

(১) নিয়্যাত

(١) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى.

(১) উমার ইবনুল খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, কর্মসমূহ নিয়্যাত বা উদ্দেশ্যের দ্বারাই (উদ্দেশ্যের ভিত্তিতেই কর্মের পুরস্কার নির্ধারিত হয়)। একজন মানুষ তাই লাভ করবে যা সে উদ্দেশ্য করবে। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস নং-০১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১৯০৭; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-২২০১; সুনান তিরমিযি, হাদীস-১৬৪৭; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৭৫; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৪২২৭]*

(২) ঈমান, ইসলাম ও ইখলাস

(٢) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ فَأَتَى رَجُلٌ فَقَالَ: مَا الْإِيْمَانُ؟ قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ. قَالَ: مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: اَلْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوْبَةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوْضَةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ قَالَ: مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ... وَفِيْهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا جِبْرِيْلُ جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِيْنَهُمْ.

(২) আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, একদিন নবীজি (ﷺ) মানুষদের জন্য বাইরে উপস্থিত ছিলেন। এমতাবস্থায় একব্যক্তি এসে বলেন, ঈমান (বিশ্বাস) কী? তিনি বলেন, ঈমান এই যে, তুমি বিশ্বাস স্থাপন করবে আল্লাহর উপরে, তাঁর মালাকগণের

(ফিরিশতাগণের) উপরে, তাঁর গ্রন্থসমূহের উপরে, তাঁর সাথে সাক্ষাতের উপরে, তাঁর রাসূলগণের উপরে এবং বিশ্বাস স্থাপন করবে পুনরুত্থানের উপরে। লোকটি বলেন, ইসলাম কী? তিনি বলেন, ইসলাম এই যে, তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোনো শিরক করবে না, সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, ফরয যাকাত প্রদান করবে, রমাদান মাসে সিয়াম পালন করবে। লোকটি বলেন, ইহসান (সৌন্দর্য বা পূর্ণতা) কী? তিনি বলেন, তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে এমনভাবে যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ; কারণ তুমি তাঁকে দেখতে না পেলেও তিনি তোমাকে দেখছেন।

এই হাদীসের শেষে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, এই ব্যক্তি জিবরাঈল আ., তিনি মানুষদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিতে এসেছিলেন। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৫০; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৯; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৬৪; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৪৯৯১]*

(٣) عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا نَحْوَهُ وَزَادَ فِيْهِ فِي الْأَيْمَانِ: وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ وَزَادَ فِي الْإِسْلَامِ: وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا. وَفِيْهِ: اَلْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(৩) উমার রা. রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনায় ঈমানের পরিচয়ে আরো বলেছেন, 'এবং তুমি বিশ্বাস স্থাপন করবে তাকদীরের উপর– তা ভালো হোক বা মন্দ হোক। এই বর্ণনায় ইসলামের পরিচয়ে অতিরিক্ত বলেছেন, 'এবং তুমি কাবাগৃহের হজ্জ পালন করবে, যদি তুমি তথায় গমন করতে সক্ষম হও'। এই বর্ণনায় বলা হয়েছে, 'ইসলাম এই যে, তুমি সাক্ষ্য প্রদান করবে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ (উপাস্য) নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল'। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৮; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৪৬৯৫]*

(٤) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ.

(৪) আব্দুল্লাহ ইবন আমর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তোমাদের কেউ বিশ্বাস স্থাপন করবে না (বিশ্বাসী বা ঈমানদার বলে গণ্য

হবে না) যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তি বা পছন্দ ও অপছন্দ আমি যা নিয়ে এসেছি তার অনুগত ও অনুগামী হবে। (হাদীসটি আবু বাকর ইবন আসিম আল ইসপাহানি তার 'আস সুন্নাহ' গ্রন্থে সঙ্কলন করেছেন। ইমাম নববি এই হাদীসটিকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন)।[১] [*ইসপাহানি, আল হুজ্জাহ, হাদীস-১০৩; ইবন আবু আসিম, আস সুন্নাহ, হাদীস-১৫; নববি, আল আরবাউন, হাদীস-৪১*]

(৩) কুরআন ও সুন্নাহ দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা

(٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِيْ خُطْبَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ: إِنِّيْ قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوْا أَبَدًا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ.

(৫) আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিদায় হজ্জের খুতবায় বলেছেন, নিশ্চয় আমি তোমাদের মধ্যে যা রেখে যাচ্ছি তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকলে তোমরা কখনো বিভ্রান্ত হবে না; (তা হচ্ছে) আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর নবীর সুন্নাত। (হাদীসটি হাকিম নাইসাপুরি সঙ্কলিত করেছেন এবং সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন)। [*মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-৩১৮*]

মালিক মুআত্তা গ্রন্থে অনুরূপ একটি হাদীস সনদ উল্লেখ ব্যতিরেকে 'আমরা শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন...' এভাবে সঙ্কলিত করেছেন। ইমাম যারকানি অন্যান্য সূত্র থেকে এই বর্ণনার সনদ বিচার করে তাকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন।

---

[১] গ্রন্থকার এক্ষেত্রে শুধুমাত্র ইমাম নববির মত উল্লেখ করেছেন। হাদীসটির একমাত্র বর্ণনাকারী নুআইম ইবন হাম্মাদ। তিনি ছাড়া আর কেউ হাদীসটি বর্ণনা করেন নি। নুআইম ইবন হাম্মাদ অত্যন্ত কঠোর ও উগ্র 'সুন্নাত-পন্থী বা সুন্নি' ছিলেন। তিনি কঠোরভাবে মু'তাযিলা, কাদারিয়া, মুরজিয়া, আহলু রাই ও হানাফি মাযহাবের বিরোধিতা করতেন এবং সরাসরি হাদীসের প্রকাশ্য অর্থের অনুসরণের প্রবক্তা ছিলেন। এজন্য সাধারণ মুহাদ্দিসগণ তাকে শ্রদ্ধা করতেন। ইমাম বুখারি তার হাদীস গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তার বর্ণিত হাদীসসমূহ তুলনামূলক নিরীক্ষা করলে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, তিনি হাদীস বর্ণনায় খুবই ভুল করতেন। আলী ইবনুল মাদীনি, ইয়াহইয়া ইবন মাঈন, নাসায়ি প্রমুখ মুহাদ্দিস নুআইম ইবন হাম্মাদকে দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন। অনেকেই তাকে ইচ্ছাপূর্বক বানোয়াট হাদীস বলার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন। ইমাম আবু হানীফা ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে বানোয়াট ও কল্পিত কথা ছড়াতেন বলেও তার বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়াও সনদে আরো দুর্বলতা আছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লামা ইবন রাজাব, আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানি প্রমুখ মুহাদ্দিস এই হাদীসটিকে সহীহ হিসাবে গণ্য করা কঠিন বলে মনে করেছেন। দেখুন: ইবন রাজাব, জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম, পৃ: ৩৮৭-৩৮৮, নাসিরুদ্দীন আলবানি, আস-সুন্নাহ লি-ইবনি আবী আসিম, পৃ: ১২। (অনুবাদক)

(٦) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوْهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

(৬) আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যখন আমি তোমাদেরকে কোনো কিছু থেকে নিষেধ করব, তখন তোমরা তা বর্জন করবে। আর যখন আমি তোমাদেরকে কোনো কিছুর আদেশ প্রদান করব, তখন তোমরা আদিষ্ট কর্ম যতটুকু সাধ্য পালন করবে। (বুখারি ও মুসলিম)। [*সহীহ বুখারি, হাদীস-৭২৮৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৩৩৭*]

(৪) খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাত

(٧) عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ.

(৭) ইরবাদ ইবন সারিয়াহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তোমরা আমার সুন্নাত এবং সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাত অনুসরণ করবে। সুদৃঢ়ভাবে তা ধারণ করবে এবং দাঁত দিয়ে তা কামড়ে ধরে থাকবে। (আবু দাউদ। ইমাম তিরমিযি হাদীসটিকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন)। [*সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৪৬০৭; সুনান তিরমিযি, হাদীস-২৬৭৬; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৪২; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১৭১৪৫*]

(٨) عَنِ ابْنِ جُمْهَانَ عَنْ سَفِيْنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: اَلْخِلَافَةُ فِيْ أُمَّتِيْ ثَلَاثُوْنَ سَنَةً ثُمَّ مُلْكٌ بَعْدَ ذَلِكَ. قَالَ ابْنُ جُمْهَانَ: ثُمَّ قَالَ لِيْ سَفِيْنَةُ أَمْسِكْ خِلَافَةَ أَبِيْ بَكْرٍ ثُمَّ قَالَ وَخِلَافَةَ عُمَرَ وَخِلَافَةَ عُثْمَانَ ثُمَّ قَالَ لِيْ أَمْسِكْ خِلَافَةَ عَلِيٍّ قَالَ ابْنُ جُمْهَانَ: فَوَجَدْنَاهَا ثَلَاثِيْنَ سَنَةً.

(৮) ইবন জুমহান নামক তাবিয়ি সাহাবি সাফীনাহ রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আমার উম্মাতের মধ্যে খিলাফত ৩০ বছর স্থায়ী হবে। এরপর রাজত্ব। ইবন জুমহান বলেন, এরপর সাফীনাহ রা. আমাকে বলেন, তুমি আবু বাকর রা.র খিলাফত, উমার রা.র খিলাফত, উসমান রা.র খিলাফত ধরো (হিসাব করো); এরপর বলেন, তুমি আলী রা.র খিলাফত ধরো (হিসাব করো)। ইবন জুমহান